দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪.....

22

ঢাবিতে আবার ভুয়া ভর্তি শক্তিশালী চক্র সক্রিয়

॥ মিজানুর রহমান ॥

দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ভুয়া ভর্তির ঘটনা ধরা পড়েছে। একটি শক্তিশালী চক্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর ধরা পড়ে এক ছাত্র ও এক ছাত্রী এখন শ্রীঘরে। এ চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বাইরের লোকের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গত বছর লোক প্রশাসন বিভাগে ভুয়া ভর্তি হওয়া ১১ শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ বিভাগে ভুয়া ভর্তি হওয়া আরও চার শিক্ষার্থী চিহ্নিত হয়। গত মঙ্গলবার অর্থনীতি বিভাগে দুই শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পর প্রশাসনে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে প্রধান করে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। শক্তিশালী সংঘবদ্ধ চক্রকে ধরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের সহযোগিতাও কামনা করেছে। গত মঙ্গলবার অর্থনীতি (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে আবার

(১৮শ পৃঃ পর)

বিভাগে ভর্তি হওয়া দুই ভুয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ। প্রথমবর্ষের ইনকোর্স পরীক্ষা নিতে এসে তিনি নামের তালিকার সঙ্গে দুই শিক্ষার্থীর নামের ভিন্নতা দেখতে পান। দুই শিক্ষার্থী মাইগ্রেশন করে অন্য বিভাগে চলে যাওয়ায় ঐ দু'টি আসন খালি হয়ে যায়। এ সুযোগে উক্ত সংঘবদ্ধ চক্র রিফাত আরা ইসলাম এবং নাসিরউদ্দিন নামের দুই শিক্ষার্থীকে এ বিভাগে ভর্তির সকল প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন করে। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল অর্থনীতি বিভাগের উচ্চমান সহকারী বিমল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মচারী আবুল হোসেন। এছাড়া ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ছাত্র ইমন এবং ঠিকাদার দিদার হোসেনও সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত। দুই শিক্ষার্থীর মধ্যে রিফাত আরা আড়াই লাখ টাকা এবং নাসির দেড় লাখ টাকা সংঘবদ্ধ চক্রকে দিয়েছে।

মঙ্গলবার দুই শিক্ষার্থী ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর তাদের অর্থনীতি বিভাগের অর্থনৈতিক ব্যুরো গবেষণা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা ভুয়া ভর্তি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয়। তারা জানায়, সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের একটি গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বিভিন্ন হলেও তাদের গ্রুপ কাজ করে। এ গ্রুপ বিভাগে ভর্তির সকল কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই লাইব্রেরি কার্ড এবং হলের পরিচয়পত্র করে দেয়। অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ এ প্রতিনিধিকে জানান, কেউ ভুয়া ভর্তি হয় কিনা এ বিষয়ে তিনি সব সময় সতর্ক ছিলেন। এ সতর্কতা থেকেই দুই শিক্ষার্থীকে তিনি চিহ্নিত করেন। প্রাথমিকভাবে আরও ৪/৫ জনকে তিনি চিহ্নিত করেছেন বলে জানান। তবে এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি। আজ বিভাগে এসে কাগজপত্র যাচাই করবেন বলে জানান তিনি।

দুই ভুয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতাও প্রমাণিত হয়েছে। দুই শিক্ষার্থীই এদের পরিচয় জানিয়ে দেন। দুই শিক্ষার্থী এবং সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত বিমলকে চিহ্নিত করার পর অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ ক ফিরোজ আহমদ এবং সহকারী প্রক্টর সিদ্দিকুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন তথ্য উদঘাটন করেন। পরে প্রোভিসি অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার অর্থনীতি বিভাগে যান এবং দুই শিক্ষার্থী ও কর্মচারী বিমলকে পুলিশে সোপর্দ করেন। প্রোভিসি জানান, তারা এ সংঘবদ্ধ চক্রকে চিহ্নিত করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। যেহেতু এ চক্রের কয়েকজনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সক্রিয় হলে এ চক্রকে ধরা সম্ভব হবে।

গত বছর লোকপ্রশাসন বিভাগে ১১ ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। পরে আরও চারজন ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ বিষয়ে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রধান প্রোভিসি অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে ১১ জনই যোগ্যতায় না এসে ভুয়া ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোতেও এ ধরনের ভুয়া শিক্ষার্থী নেই তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম ছিল সর্বজন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত হওয়ায় এ গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হয়ে যাওয়ার পর ভুয়া ভর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এমনও রয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২৪০০ সনদ বাতিল করেছে। যাচাই-বাছাই করলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা কম হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, ভুয়া ভর্তি চিহ্নিত করার জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংঘবদ্ধ চক্রকে ধরার জন্য তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তিনি অভিভাবকদেরও এসব চক্রের প্রতারণায় না পড়ার জন্য সতর্ক থাকার আহবান জানান।